সমকাল

24 OCT 2012

জাবি ছাড়তে দু'মাস সময় চান ভিসি ড. আনোয়ার

মুসতাক আহমদ

শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে রাজি হয়েছেন ভিসি ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন। বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় তিনি নিজেই পদ ছাড়ার আগ্রহের কথা জানান। তবে এ জন্য তিনি দু'মাস সময় নেবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ সময়ে তিনি বাকেয়া হয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচন বিশেষ করে সিন্ডিকেট, ভিন. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চান। এরপরই তিনি বিদায় নেবেন। সূত্র আরও জানায়, সভায় যোগদানকারী আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য অনশনকারীদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মতামত দেননি। এ জন্য তারা সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সময় নেন। তবে সভা শেষে তিনি নিজে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সংগঠন 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'-এর সমন্বয় সচিব অধ্যাপক আবুল আহসানের কাছে ব্যক্তিগতভাবেও সময় চাইতে দেখা যায়। জানা গেছে, আন্দোলনে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থবির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সংসদীয় কমিটি ভিসি এবং আন্দোলনকারী শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের তলব করেন। এতে ভিসি ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ছাড়াও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে আহ্বায়ক অধ্যাপক হানিফ আলী, সদস্য সচিব অধ্যাপক আবুল আহসান প্রমুখ অংশ নেন।

নিজ থেকে পদ ছাড়ার আগ্রহ ব্যক্ত

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সভায় সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অধ্যক্ষ শাহ আলম এমপি, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ কমিটির সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষই সভায় নিজ-নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। এমনকি লিখিত তথ্য-উপাত্ত পর্যন্ত পেশ করেন। বৈঠকে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পক্ষীয় উপস্থাপন করেন।

এরপর আলাপ-আলোচনা শেষে কমিটির পক্ষ থেকে উভয় পক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য নমনীয় হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এরপর সাধারণ শিক্ষকদের আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে পাঠদানে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দায়ের করা রিট মামলা প্রত্যাহার এবং যে দু'জন প্রভোস্টকে অপসারণ করা হয়েছে তাদের নিজ পদে বহালের অনুরোধ করা হয় ভিসি আনোয়ার হোসেনকে। তিনি মামলা প্রত্যাহারে সম্মত থাকলেও প্রভোস্ট অপসারণের ব্যাপারে অনড় থাকেন। এমনকি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে প্রশাসন চালানো সম্ভব হবে না বলেও সভায় নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। বলেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভেঙে পড়বে। বিপরীত দিকে ভিসির আরও দু'মাস থাকার প্রশ্নে সভায় উপস্থিত শিক্ষক প্রতিনিধিরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, সভা করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক পরীক্ষিত এনামুল কবিরও আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেন। এরপর গত বছরের ১৭ মে ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক। কিন্তু শুরু থেকেই তাকে মানতে পারছিলেন না বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকরা। এরপরও অবশ্য কারণে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সিনেটের নির্বাচনে ভিসি পদে স্থায়ী হন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের কাছে তিনি আর গ্রহণীয় হতে পারেননি। বিগত এক বছর ধরে প্রকাশ্যেই তাকে বিদায়ের জন্য আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। এ কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এমনকি নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির পরীক্ষা নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এদিকে প্রথমে শিক্ষক সমিতি পরে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিরতা এবং এর থেকে ভিসি বিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। ওই কমিশন অবশ্য উভয় পক্ষকেই দায়ী করেছে।

এর মধ্যে ভিসির ব্যাপারে কমিশনের রিপোর্টে 'আচরণগত সমস্যা'কে দায়ী এবং তার প্রশাসনিক অদক্ষতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, একটি সমাধান করে দেয়া হয়েছে। এখন যেটি পরিস্থিতি সেটি দাঁড়ায়। ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের কাছে জানতে চাইলে বলেন, সভায় তিনি এবং শিক্ষকরা নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তারা একটি পরামর্শ দিয়েছেন।

আর নাম প্রকাশ না করে সভায় এক সদস্য জানান, পরিস্থিতি চলে গেছে 'ইগো' সমস্যার মধ্যে। কে হেরে যাবে— এই ইগো নিয়ে উভয় পক্ষ গো ধরে রয়েছে। কিন্তু মাঝখানে শিক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট হচ্ছে। বাড়ছে সেশনজট। উভয়পক্ষই কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করছেন।